ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০২৪

"নতুন বাংলাদেশ: চাই বাকস্বাধীনতা, চাই তথ্যে অবাধ অভিগম্যতা"

ভূমিকা

নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটিয়ে এদেশের অজেয় ছাত্র-তরুণ প্রজন্ম আপামর জনগণের মাঝে "নতুন বাংলাদেশ" বিনির্মাণের অভূতপূর্ব প্রত্যয় সঞ্চারিত করেছে। "নতুন বাংলাদেশ" এর বহুমাত্রিক অভীষ্টের অন্যতম বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমতের অধিকার, যার অপরিহার্য উপাদান অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও তথ্যে অভিগম্যতা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ–সেই প্রত্যয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবাধ তথ্যপ্রবাহ জনগণকে ক্ষমতাকাঠামোর অংশীজন হয়ে উঠতে সহায়তা করে, ক্ষমতায়িত করে, সর্বোপরি রাষ্ট্রকাঠামোতে জবাবদিহির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার অপচেষ্টার অন্যতম হাতিয়ার ছিলো একদিকে বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমত দমন ও অন্যদিকে নিরেট মিথ্যাচার এবং তথ্যব্যবস্থাপনা ও প্রবাহকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা। সঠিক তথ্যপ্রবাহে বাধা সৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত সম্ভাব্য সকল ধরনের কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ ধারাবাহিকভাবে প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধিমালায় নিবর্তনমূলক ধারাসমূহের সন্নিবেশন ও নির্বিচার ব্যবহার। অধিকন্তু তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রক্ষায় গঠিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে তথ্য কমিশনে দলীয় ও আদর্শিক অনুগতদের নিয়োগের মাধ্যমে স্বাভাবিক তথ্যপ্রবাহে অনুঘটকের ভূমিকা পালনকারীদের কর্মকাণ্ডকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা "তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে" মর্মে যে ঘোষণা দিয়েছেন–তা আমাদের আশান্বিত করেছে। আর তাই **"নতুন বাংলাদেশ : চাই বাকস্বাধীনতা, চাই তথ্যে অবাধ অভিগম্যতা"** প্রতিপাদ্যে টিআইবি এ বছর "আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস" উদ্‌যাপন করছে।

তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি: বাংলাদেশ

তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি আমাদের জন্য নতুন কিছু নয়। তবে বিগত বছরগুলোতে কর্তৃত্ববাদী সরকার তার কায়েমিস্বার্থে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে যে কাঠামোবদ্ধ মিথ্যা ও অপতথ্যের বিস্তার ঘটিয়েছে, তা অন্য যে-কোনো সময়ের তুলনায় মাত্রা ও পরিমিতি বোধে তীব্রতর ছিলো। যার জ্বলন্ত উদাহরণ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে সরকারের মিথ্যাচার ও যে-কোনো উপায়ে সঠিক তথ্যপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা। আন্দোলন স্তিমিত করার স্বার্থে মানবাধিকার[১] লঙ্ঘন করে ইন্টারনেট বন্ধের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা ও তথ্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।[২] এমনকি ইন্টারনেট বন্ধের পেছনে একেক সময় একেকরকম হাস্যকর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] নিহত ও আহতদের ব্যাপারে মিথ্যাচার করা হয়েছে।[৪] বিগত সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত তিনটি নির্বাচন থেকে শুরু করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এমনকি জিডিপি ও রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত নানামুখী মিথ্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। ঋণখেলাপি, অর্থপাচারসহ ব্যাংকিং খাতের ভঙ্গুর পরিস্থিতির সঠিক তথ্য লুকাতে সরকারের অশুভ প্রয়াস ছিলো সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা[৫] জারির পাশাপাশি প্রভাবশালী ঋণখেলাপিদের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।[৬] দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের বাইরে যে অর্থ পাচার হয়েছে, তারও সঠিক কোনো পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই।[৭]

"সরকারি চাকুরিজীবি (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯" অনুসারে প্রতি ৫ বছর অন্তর সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সরকারের উদাসীনতা ও সদিচ্ছার অভাবে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মচারীরা সম্পদের হিসাব বিবরণী না দেওয়ায় অধীনস্থরাও দেয়নি।[৮] মূলত তথ্য গোপন করা ও এ কাজে সরকারের প্রচ্ছন্ন সহায়তার ফলে স্বচ্ছতার যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছিলো, তারই জবাবদিহি ও দায়বদ্ধহীন আচরণের ফলাফল হিসেবে আমরা সাবেক পুলিশ প্রধান, সেনাপ্রধান ও রাজস্ব কর্মকর্তাসহ অফিস সহকারীদের সম্পদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ঘটনা দেখেছি–যা ছিলো সার্বিক অনিয়ম ও দুর্নীতির "হিম শৈলের চূড়া মাত্র"। শুধুমাত্র তথ্যের গোপনীয়তা ও মিথ্যাচার নয়, অনেক ক্ষেত্রে এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, যেন তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে তথ্য চাওয়া অপরাধ। তথ্য চাইতে গেলে উন্নয়নকর্মী ও সাংবাদিকসহ সাধারণ জনগণকে হেনস্তা ও হামলা-মামলার শিকার হতে হয়েছে।[৯] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য আবেদন করলে ৩০ দিবসের মধ্যে তথ্য দেওয়ার কথা থাকলেও, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটি লঙ্ঘিত হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে, যা একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ ও জনগণের তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। ঔপনিবেশিক আমলের "দাপ্তরিক গোপণীয়তা আইন, ১৯২৩" এর ব্যবহার আমরা দেখেছি।[১০] সর্বোপরি তথ্য গোপন করা এবং এ সম্পর্কিত হয়রানি করার যে আইনি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও চর্চা বিগত সরকারের সময় ছিলো, সেগুলো এখনও বিদ্যমান। যদিও "জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১"[১১] এর ৪, ৫ ও ১৪ ধারায় তথ্য প্রকাশকারীকে সুরক্ষা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে; এমনকি তথ্য প্রকাশকারীকে পুরস্কৃত করার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু এই সুরক্ষা আইনের প্রয়োগ বাস্তবে দেখা যায়নি।

---

[1] https://shorturl.at/tSjKS
[2] https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-604766
[3] https://www.prothomalo.com/bangladesh/hx0pd26x6q
[4] https://shorturl.at/Vm5jA
[5] https://www.prothomalo.com/business/bank/65tjkos5i4
[6] https://shorturl.at/rBOlH
[7] https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-438876
[8] https://shorturl.at/dMRbM
[9] https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1bzmffocsm
[10] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-132.html
[11] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1072.html

নতুন বাংলাদেশ ও তথ্য অধিকার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী তিনজন তরুণ বর্তমান সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁদের প্রতি আপামর জনসাধারণের প্রত্যাশাও তাই একটু বেশি। কেননা আন্দোলনের সময় এই তরুণ শিক্ষার্থীরাই ইন্টারনেট ব্লকেডসহ গুজব, তথ্যবিভ্রাট ও তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতির সরাসরি ভুক্তভোগী হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই সঠিক তথ্যপ্রবাহের গুরুত্ব অনুধাবন করে জনসাধারণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯"–এর ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করাসহ আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ২০০৯ সালে সারা দেশে তথ্য চেয়ে আবেদনের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ৪ শত ১০টি। ২০২৩ সালে সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৭ শত ৮৭ টি।[১২] অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য চাওয়া ব্যাপক মাত্রায় কমেছে। এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো তথ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশের অভাব এবং তথ্য গোপন রাখার সংস্কৃতি। অন্যদিকে আইনগত প্রক্রিয়ায় তথ্য চাওয়ার কারণে হামলা-মামলা ও বিভিন্ন হয়রানি এমনকি জীবনের নিরাপত্তার ঝুঁকির শিকার হওয়াকে স্বাভাবিকতায় পরিণত করা হয়েছে, যার পরিবর্তন অপরিহার্য। অন্যদিকে আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা সংশ্লিষ্টদের অনেকের কাছেই আইনটির তাৎপর্য সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে হবে। স্বল্পসময়ে তরুণ নেতৃত্বের উদ্যাগে বর্তমান সরকারের বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক বন্যায় দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় সকলের সঙ্গে যোগাযোগ, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় সঠিক তথ্যের আদান-প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক ফ্রি করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।[১৩] এই উদ্যোগ তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতের একটি চমৎকার উদাহরণ, যা তরুণ নেতৃত্বের উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছে। অতীতের তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি যেন কোনোভাবেই আর চর্চা করা না হয়, তথ্য অধিকারের সুফল জনগণ যেন বাস্তবিক অর্থেই পেতে পারে, সে ব্যাপারে আমাদের সকলের দায় রয়েছে। আর সেটি না হলে ছাত্র-জনতার রাষ্ট্রকাঠামো ঢেলে সাজানোর যে স্বপ্ন–তা পূরণ দুরূহ হবে।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস

২০১৯ এর ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে "আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিগম্যতা দিবস" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[১৪] যদিও তথ্য জানার অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রথম প্রচেষ্টা বা দাবি বেসরকারি তথা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় ২০০২ সালে বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকারকর্মীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে। যার প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর ৩৮তম সম্মলেনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে "আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্য অধিকার দিবস" ঘোষণার মাধ্যমে[১৫]। এ বছর ইউনেস্কো দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য করেছে– "Mainstreaming Access to Information and Participation in the Public Sector"। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অন্যতম অংশজন হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এই দিবসটি ২০০৬ থেকে গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। এ বছর দিবসটি উপলক্ষ্যে টিআইবি জাতীয় পর্যায়ে আদিবাসী তরুণদের জন্য "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি সনাক অঞ্চলে তথ্য মেলা, কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করছে। একইসঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের দাবী প্রসারের লক্ষ্যে একটি "কার্টুনভিত্তিক স্টিকার" করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০২৪: টিআইবির আহ্বান

সার্বজনীন তথ্য অধিকার, প্রবেশগম্যতা ও জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে–

- বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমতের অধিকার নিশ্চিতের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সকল আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের মত কালো আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট জনগণের ওপর ডিজিটাল নজরদারী কাঠামো নিশ্চিহ্ন করতে হবে।
- তথ্য কমিশনকে অধিকতর কার্যকর করার স্বার্থে স্বচ্ছপ্রক্রিয়ায় যোগ্য ও দলীয় প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিদের কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদানসহ এই সংস্থাটিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে।
- তথ্যপ্রকাশ ও তথ্যে অভিগম্যতার সুবিধার্থে ডিজিটাল টুলসের ব্যবহার সহজলভ্য ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯– এর পরিপন্থি বিদ্যমান আইনসমূহ সংস্কার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে। নতুন কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকারের মূল চেতনার পরিপন্থি বা আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো ধারা যাতে সংযোজিত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও তথ্য প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অর্জনে বিভিন্ন কারিগরি ও অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রদানে আগ্রহ সৃষ্টির কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, জনগণ ও গণমাধ্যমের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

---

[12] https://shorturl.at/CFThL
[13] https://www.banglanews24.com/information-technology/news/bd/1380076.details
[14] https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n19/318/39/pdf/n1931839.pdf?OpenElement
[15] https://www.unesco.org/en/days/universal-access-information

- আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সকল সংস্থার নিজস্ব ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- তথ্যপ্রকাশ ও প্রচারে প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়ানোসহ তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে;
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতে গণমাধ্যমকে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, তথ্য কমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।
- "জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১" এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- সরকারি মিথ্যাচার এবং এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্থার অনৈতিক ব্যবহার চিরতরে বন্ধ করতে হবে এবং বস্তুনিষ্ঠ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতে কার্যকর নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫ সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ০২ ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: ০২ ৪১০২১২৭২,
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org; www.facebook.com/TIBangladesh